Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.

একশোদিনের পাসবই বানিয়ে ভারতসেরা জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারতসেরা হবার গৌরব অর্জন করলেন জলপাইগুড়ি ডাকবিভাগের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিসেস নীলাদ্রি সাহা। কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পে মজুরির টাকা সময়োচিতভাবে প্রাপকদের হাতে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি ডাকবিভাগের অফিসার এবং কর্মচারীরা অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। এই কাজে কান্ডারির ভূমিকা নিয়েছেন এই পদস্থ আধিকারিক। সারা দেশের মধ্যে ১০০ দিনের কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলায় সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। জেলায় ৩০১টি ডাকঘরে ১০০ দিনের কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পে চার বছর সময়ের ব্যবধানে ৫ লক্ষ ১২ হাজার অ্যাকাউন্ট খুলে ডাকবিভাগের কর্মীরা পরিসেবা দিচ্ছেন। ২০০৯-২০১০ সালে ১০০ দিনের কাজে জেলাশাসক পদে বন্দনা যাদব থাকার সময়ে জলপাইগুড়ি ভারতসেরা হয়েছিল। তারপর প্রকল্পের টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে ডাকবিভাগের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য নীলাদ্রি সাহার মাধ্যমে জলপাইগুড়ি পেল আবার ভারতসেরা হবার গৌরব। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে নীলাদ্রিবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হবে ভারতসেরা হবার পুরস্কারটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে প্রধানমন্ত্রীরও।

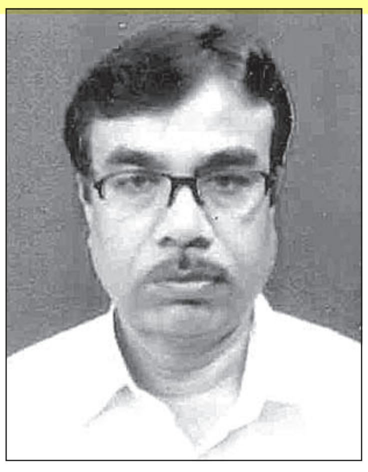

নীলাদ্রি সাহা। –সংবাদচিত্র

জলপাইগুড়ি জেলায় ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১২৭টি গ্রাম সংসদ রয়েছে। পঞ্চায়েতি পরিসেবার আওতায় ১৮৩টি আছে। চা বাগানের নন-ওয়ার্কাররা ১০০ দিনের কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পের কাজ যেমন করেন, তেমনই বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সুযোগ পান। এই জেলার জনসংখ্যার ষাট শতাংশের ঊর্ধ্বে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। গরিব মানুষের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হল গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি। কুমারগ্রাম থেকে ডাবগ্রাম এলাকার গরিব মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করে দৈনিক ১৩০ টাকা করে মজুরি পান। জেলা প্রশাসন ডাকবিভাগের মাধ্যমে মজুরদের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়।

নীলাদ্রিবাবু শনিবার বলেন, মেধা পুরস্কার এসেছে জলপাইগুড়ি বিভাগের প্রতিটি অফিসার এবং কর্মচারীদের কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আমার একক কৃতিত্ব নেই। আমি কৃতজ্ঞ ডাকবিভাগের অফিসার এবং কর্মচারীদের কাছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে অফিসার এবং কর্মচারীরা প্রত্যন্ত এলাকায় পরিসেবা দিয়ে চলেছেন। এর জন্য আমরা গর্বিত। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পুরস্কার নিতে যাব।

নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১১ জন ডাককর্মী পুরস্কৃত হচ্ছেন। এরা হলেন পুরুলিয়ার ডাককর্মী গৌরীশংকর মাহাতো, রাজস্থানের রতন পুরী, মহম্মদ ইউসুফ, মহারাষ্ট্রের ডি জি পারভি, মধ্যপ্রদেশের রামনাথ প্যাটেল, কর্ণাটকের এল সান্তরানি, ঝাড়খণ্ডের নেপাল শা, গুজরাটের সিমলা টিটিমাস, অসমের হামিদা খাতুন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীবাস এবং কে রঘুনাথ।

জলপাইগুড়ি ডাকবিভাগের অফিসার নীলাদ্রি সাহা কর্মকৃতির জন্য ভারতসেরা হবার জন্য কর্মী এবং অফিসাররা অভিভূত। ডাককর্মী সুহৃদ মণ্ডল জানালেন, এ সাফল্য আমাদের আরও কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

উদ্‌বোধনী দিনে উপচে পড়া ভিড় খুকশিয়া সম্প্রীতি মেলায়

ময়নাগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার নবম বর্ষ খুকশিয়া উদ্যান সম্প্রীতি মেলা শুরু হল। মেলা তিনদিন চলবে। মেলার পাশাপাশি মঞ্চে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। মেলায় মানুষের ভিড় উপচে পড়ে।

এদিন বিকেলে মেলার উদ্‌বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সাদা পায়রা ওড়ান ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বেলুন ওড়ান ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপ বাগ ও এসজেডি-র সদস্য চন্দন ভৌমিক।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, যে ধরনের জনসমাগম দেখছি তাতে আগামীদিনে এই মেলা উত্তরবঙ্গের বড়ো মেলাগুলির অন্যতম হবে। খুকশিয়া উদ্যানের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা করণীয় আমরা তা করব। ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী বলেন, ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে ঐক্য। মানুষে মানুষে সুমধুর সম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। মেলা মানে মিলনক্ষেত্র। মেলার জায়গা বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতি বছরই ক্রমান্বয়ে ভিড় বাড়ছে। এসজেডিএ-র সদস্য চন্দন ভৌমিক বলেন, খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বলব প্রকল্প তৈরি করে আমাদের দেবার জন্য। ময়নাগুড়ির ১৪টি মৌজা এস জে ডি এ-র আওতাভুক্ত। খাগড়াবাড়িও রয়েছে তার মধ্যে।

চন্দনবাবু বলেন, ময়নাগুড়িকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বিএমওএইচ সন্দীপ বাগ বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্টল রয়েছে মেলায়। মেলা কমিটির সভাপতি তথা খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সীমা রায় ও সম্পাদক নমিতা ঠাকুরতা বলেন, তিনদিনই মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

শনিবার খুকশিয়া উদ্যান সম্প্রীতি মেলার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিটি তুলেছেন বাণীব্রত চক্রবর্তী।

প্রবীণদের জন্য কুঞ্জ উদ্‌বোধন বানারহাটে

বানারহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ বানারহাট আদর্শ পল্লি নাগরিক সমিতির সদস্যদের উদ্যোগে বানারহাটে তৈরি হল প্রবীণ কুঞ্জ। প্রয়াত চিকিৎসক ডাঃ অনিলকুমার বোসের স্মৃতিতে এই প্রবীণ কুঞ্জ তৈরি করা হয়েছে। শনিবার এর উদ্‌বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সংগঠক সুরেনচন্দ্র পাল।

বানারহাট এলাকায় প্রবীণদের অবসর সময় কাটানোর নির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিল না। প্রবীণ কুঞ্জ তৈরি হওয়ায় ভোরবেলা প্রাতর্ভ্রমণের পর এবং বিকেলে বসে গল্প-গুজব করা ও বিশ্রাম নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধে হবে বলে এলাকার প্রবীণরা জানান। স্থানীয় শিক্ষক বিষ্ণু শর্মা জানান, প্রবীণ কুঞ্জ তৈরির ক্ষেত্রে বানারহাট তরুণ সংঘ পাঠাগারের কাছে সবুজ ঘেরা যে স্থানটি বেছে নেওয়া হয়েছে সেটি এরপক্ষে আদর্শ। বানারহাট সর্বজনীন পুজো কমিটির সভাপতি শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। এখনও প্রবীণরা সম্পূর্ণ অবহেলিত। তাদের কথা খুব কম মানুষই ভাবেন। প্রবীণ কুঞ্জের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এলাকার প্রবীণদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ফোসিনের দাবি অর্থমন্ত্রীকে

কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলা সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দানে কর মকুব সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা দানে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হল। শুক্রবার কলকাতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র-র হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে এই দাবি জানায় ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অব নর্থবেঙ্গল (ফোসিন)। ফোসিনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস দে ও দিনহাটা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী অর্থমন্ত্রীর হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে কোচবিহার জেলা সহ উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নে বিশেষ আর্থিক সুবিধাদানের দাবি জানিয়েছেন। তারা অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, সিকিম, অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে। ওই ধরনের সুবিধা উত্তরবঙ্গেরও পাওয়া উচিত। তারা কোচবিহার ও কলকাতার মধ্যে ফের বিমান চলাচল শুরুরও দাবি জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রীকে। বণিক সভার প্রতিনিধিরা বলেন, অর্থমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

ক্রান্তির উন্নয়ন

সিপিএমের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ

ক্রান্তি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ক্রান্তির সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে যুব কংগ্রেসের ধারাবাহিক আন্দোলনকে উসকে দিল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব। সম্প্রতি ক্রান্তিতে আয়োজিত মাল বিধানসভা কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে হাজির হয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোহন বোস ও সম্পাদক পুলিন গোলদাররা বলেন, ন্যায্য দাবি আদায়ে এবং দলমত নির্বিশেষে শোষিত ও উপেক্ষিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে যুব কংগ্রেসিদের পাশেই তারা আছেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তারা চাইছেন জেলা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় যুব কংগ্রেস পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করুক। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বকে পাশে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জীবিত যুব কংগ্রেস কর্মীরা। তারা শুধু ক্রান্তি নয়, পূর্বতন ক্রান্তি বিধানসভা ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

পূর্বতন ক্রান্তি বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে সমতলের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ছিল ক্রান্তি, চেংমারী, রাজাডাঙ্গা, চাপাডাঙ্গা, লাটাগুড়ি ও মৌলানি। এলাকায় অনগ্রসর ও আদিবাসী এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির মানুষরা বসবাস করেন। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যাই বেশি। জনসংখ্যা দুই লক্ষাধিক। এরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিসেবা থেকে বঞ্চিত। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করে, যুব কংগ্রেস এই সব সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করতে পারে।

জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুলিন গোলদার বলেন, ক্রান্তি বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে ক্ষমতায় ছিলেন সিপিএমের বিধায়করা তারা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে গেছেন, কাজের কাজ কিছু করেননি। ক্রান্তিকে প্রশাসনিক ব্লকে রূপান্তর করতে সিপিএম বিধায়করা চূড়ান্ত ব্যর্থ। উপরন্তু সিপিএম বিধায়ক ফজলুল করিমের আমলে ক্রান্তি বিধানসভা মুছে যায়। এর জন্য সিপিএম বিধায়করাই দায়ী বলে পুলিনবাবু অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত, চেল নদীর উপর সেতু না থাকায় প্রশাসনিক কাজে ক্রান্তির বাসিন্দারা প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা আদত্ত নিরাপদ নয়। এলাকায় গ্রামীণ হাসপাতালের দাবি থাকলেও সিপিএম বিধায়করা জনগণের দাবিকে মর্যাদা দেয়নি। এমনকি তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যারও কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। পূর্ণাঙ্গ থানা নেই এলাকায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে শাখা নেই। বিএলএলআরও দপ্তর নেই। নেই কলেজ ও যথেষ্ট সংখ্যায় বালিকা বিদ্যালয়। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি এই উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ সিপিএম বিধায়করা। কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে এলাকার মানুষদের দাবি নিয়ে প্রশাসনের কাছে গেছেন ও স্মারকলিপি দিয়েছেন।

মাল বিধানসভা যুব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক যোগেন সরকার বলেন, এলাকার উন্নয়নই তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। দীর্ঘ ৩৪ বছর থেকে যারা বঞ্চনার শিকার তাদের পাশেই দাঁড়াবে যুব কংগ্রেস। কোনও রং দেখা হবে না।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ক্রান্তির শেষ বিধায়ক ফজলুল করিম বলেন, সিপিএমের নিন্দা করাই কংগ্রেসের কাজ। তারা উন্নয়নবিমুখ এই অভিযোগ ঠিক নয়। তারা ময়নাগুড়ি ও মাল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। বিধায়ক তহবিলের টাকায় ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারি উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। এই ব্লকের চাত্রারপাড় এলাকায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফুটব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর ৭ লক্ষ টাকা খরচে তৈরি হয়েছে। শহিদগড়, টেকাটুলি, বৌলবাড়ি, চ্যাংমারি, রামসাই ও বাসুসুবা স্কুলের সীমানাপ্রাচীরও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কান্তাদিঘি কুমোরপাড়া স্কুলের সীমানাপ্রাচীর ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। কালভার্ট ও একাধিক পাকা রাস্তা গ্রামেগঞ্জে তৈরি করা হয়েছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ময়নাগুড়ি ডিপোর উন্নয়নের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সাংসদ কোটার ৭ লক্ষ টাকায় উত্তর সারিপাকুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সীমানাপ্রাচীর নির্মিত হয়েছে। চেল নদী সেতু প্রসঙ্গে তিনি জানান, তারা সেতু তৈরি করে দিতে পারেননি। কিন্তু কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

আলুর ধসা নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু সরকারের

কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ আলুর ধসা রোগে আক্রান্ত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ব্লকের আলুখেত। ধসার প্রকোপে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আলুর গাছ। জেলার তুফানগঞ্জ এলাকাতেই ধসা রোগের প্রকোপ বেশি বলে জানা গেছে। তবে সব ব্লকের বিস্তারিত তথ্য এখনও পৌঁছায়নি বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ধসা ঠেকাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে সম্পর্কে সচেতন করতে বিভিন্ন এলাকার মাইকিং সহ লিফলেট বিলি করা হয়েছে। ধসায় আক্রমণ তেমন বড়ো আকারের নয় বলেই দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

জেলা কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিপ্লব ঘোষ শনিবার জানান, জেলায় এবার মোট ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে আলুচাষ হয়েছে। তাপমাত্রার ওঠা-নামা, ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শীতের কারণেই কিছু ব্লকে ধসা রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তবে সব ব্লকের বিস্তারিত তথ্য এখনও দপ্তরে আসেনি বলে তিনি জানান। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি তাপমাত্র ওঠা-নামা না করে তবে ধসার আক্রমণ সামান্য হলেও কমবে বলে তিনি জানান। একই সঙ্গে তিনি এও জানান, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা সহ কিছু জায়গায় ধসার তেমন খবর নেই। তবে তুফানগঞ্জ এলাকায় এই রোগের কিছু খবর পাওয়া গেছে। সেখানে কৃষকদের সতর্ক করবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

বিদ্যুৎ চুরি ঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে অভিযান

কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ চুরি বন্ধে আগামী তিন মাসের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে অভিযানে নামা হচ্ছে। বিদ্যুৎ চোরদের কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। এই অভিযানে রাজ্যের প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার এবং স্থানীয় থানার সাহায্য নেওয়া হবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযানে বিদ্যুৎ চুরি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ চুরির জন্য জরিমানা আদায় করা হবে। প্রয়োজনে পুলিশের কাছে এফআইআর করা হবে। বিদ্যুৎ চুরির অপরাধে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা দুটি একই সঙ্গে হতে পারে।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ পাণ্ডের বিবৃতি উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কৃষিকাজে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অনৈতিক কাজ কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু বাড়িতে, দোকানে অবৈধভাবে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করা হচ্ছে। কোচবিহারে পাওয়া খবরে জানা গেছে, মিটারে কারচুপি করে বিদ্যুৎ চুরি করা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন যারা বিদ্যুৎ বিল মেটাচ্ছেন না তাদের সংযোগ কেটে দেওয়া হবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী তিন মাস এই অভিযান চালাবার জন্য সুদক্ষ কর্মীদের নিয়ে টিম গড়া হয়েছে।

কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিপিএল পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কোনো খরচ দিতে হবে না। বিনামূল্যে বিদ্যুতের খুঁটি সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়।

এদিকে, কোম্পানির নিজস্ব এবং ঠিকাদারদের নিযুক্ত কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় কর্মীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ লাইনে মেরামতির সময় অবশ্যই লাইন বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, লাইনে কাজ করার সময় নিজেদের সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কর্মীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বারবার সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের তাদের কথা কানে তুলছেন না। ফলে প্রায়ই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ লাইনে মেরামতির কাজ করতে গিয়ে কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কর্মীরা একটু সাবধান হলেই এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করলেই দুর্ঘটনা ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, একশ্রেণির কর্মীর বেপরোয়া মনোভাবের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটছে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

টিকাকরণের পরে শিশুর মৃত্যু নিয়ে পুলিশে নালিশ

নাগরাকাটা, ২৮ জানুয়ারি ঃ শিশুদের টিকাকরণ শিবিরে ইনজেকশন নেবার পর ৪৮ দিন বয়সি এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে নাগরাকাটার জিতি চা বাগানে। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব নয়। শিশুটির বাবা এবং চা শ্রমিক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (পিটিডব্লিউইউ) পক্ষ থেকে শিশু মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে আলাদা আলাদাভাবে দুটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জিতি চা বাগানের গহিরা শ্রমিক লাইনের শ্রমিক মনোজ পান্না বলেন, 'চলতি মাসের ২২ তারিখ বাগানেই আয়োজিত একটি টিকাকরণ শিবিরে আমার ৪৮ দিন বয়সি পুত্র রাবিনো পান্নাকে পরপর দুটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। বাড়ি নিয়ে আসার পর তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। পরে নাক থেকে রক্তপাত হতে হতে সে রাতেই আমাদের চোখের সামনেই ওর মৃত্যু হয়। ইনজেকশন দুটি দেবার আগে সে সম্পূর্ণ সুস্থই ছিল। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছি। বাগানেরই এক 'আশা' কর্মী ছাড়া কেউ একবারও ঘটনাটি নিয়ে খোঁজখবর নিতে পর্যন্ত আসেনি। আমার শিশুপুত্রের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আমি প্রকৃত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

চা শ্রমিক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির নেতা তথা জিতি চা বাগানেরই বাসিন্দা সন্তোষ হাতি বলেন, 'আমাদের অনুমান ইনজেকশনের কারণেই শিশুটির অকালমৃত্যু হল। মেয়াদ উত্তীর্ণ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা দরকার। প্রয়োজনে বিষয়টি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

চাষিদের স্বার্থে কর্মযজ্ঞ শুরু দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ জানুয়ারি ঃ জল জমে থাকার জন্য যে জমিতে বছরের পর বছর লাঙল চালানো অসম্ভব ছিল, সেই জমিতে মাটি ভরাট করে চাষাবাদের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। যে সেচনালায় বর্ষাকাল ছাড়া জল পাওয়া যেত না, সেই সেচনালায় সারাবছর জলস্রোত চালু রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে মৎস্যচাষের জন্য পুকুর। পাট পচানোর জন্যও পুকুর খনন করা হচ্ছে। কৃষি দপ্তরের ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের এই উদ্যোগে বেজায় খুশি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। খয়েরবাড়ি বনাঞ্চল ঘেঁষা ওই গ্রামের অনেক কৃষকই এবার সুদিনের আশা করছেন।

ওই এলাকার বাসিন্দা মোস্তাফা হোসেন, সুলতান আলি সহ অনেকেই জানান, এলাকায় একটি বড়ো

সেচ নালা কাটার কাজ চলছে। –সংবাদচিত্র

সেচনালার মাধ্যমে খোলটং ঝোরা থেকে জল আনার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু বাঁধটি অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই জল পাওয়া যেত না। সেচনালার বাঁধের গায়ে ছিল অজস্র গর্ত। ফলে প্রচুর জলের অপচয় হয়। সম্প্রতি ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর ওই এলাকায় সেচনালা সংস্কার, নতুন সেচনালা নির্মাণ এবং পুকুর খনন এবং চাষের অনুপযোগী জমিকে চাষের উপযুক্ত করে তোলার কাজ শুরু করেছে। ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের জলপাইগুড়ির সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) বৃন্দাবনচন্দ্র রায় জানান, প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ সেচনালা সংস্কার করা হচ্ছে। খনন করা হচ্ছে দুটি পুকুর।

ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, প্রায় ৭০০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেচনালা নির্মাণের কাজ শেষের মুখে। স্থানীয় ভগবানদাস ওরাওঁ জানান, বর্ষার জলের তোড়ে তার এক বিঘা জমিতে গর্ত তৈরি হয়েছিল। পুনাই ওরাওঁ এবং তার জমি দিয়ে ছুটত বর্ষাকালে বিভিন্ন এলাকার জলস্রোত। কিন্তু তার জমিতে এবার মাটি ভরাট করেছে ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ। সেচনালা তৈরি হওয়ায় অতিরিক্ত জল সেচনালা দিয়েই বেরিয়ে যাবে। মৎস্যচাষের জন্য তাকে একটি পুকুর তৈরি করে দিয়েছে ওই দপ্তর। পাটপচানোর পুকুর পেয়ে বেজায় খুশি সুলতান আলি। জলসেতু তৈরি করে পুকুরে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সেচনালা তৈরি ও সংস্কারের ফলে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে সেচের সুবিধা হবে। সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) জানান, প্রথম ধাপে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। পরের ধাপে কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হবে।

সম্প্রতি ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের কাজকর্ম পরিদর্শনে ওই এলাকায় আসেন মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ দাস ও মাদারিহাটের ভারপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিক আবুবক্কর সিদ্দিক। সিদ্দিক বলেন, আশা করছি এবার সমস্যার সমাধান হবে।

ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রসিদুল আলম বলেন, দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে কৃষি জমি উদ্ধার ও সেচের পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের কাছে কৃষকদের পক্ষে সুপারিশ করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতি। তারা সাড়া দেওয়ায় আমরা খুশি। সব মিলিয়ে এলাকার কৃষিতে এবার পরিবর্তনের আশায় দিন গুনছেন কৃষকরা।

হারবাল ঔষধ আয়ুর্বেদের অংশমাত্র। সম্পূর্ন রোগমুক্তির জন্য সঠিক আয়ুর্বেদিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা নিন
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়
পাইলস, ফিসচুলা? মলদ্বারের যেকোন ব্যাথা, যন্ত্রনা রক্তক্ষরন থেকে চিরমুক্তি ১০ দিনে সম্পূর্ন সুস্থতা
ভবিষ্যতে না হওয়ার নিশ্চয়তা
সেক্স সমস্যা, শীঘ্রপতন সহবাসেঅক্ষমতা, শীথিলতা
বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হতাশ! আর নয়
বিদেশী যন্ত্রযোগে লিঙ্গ বৃদ্ধির সঠিক উপায়
বিয়ের আগে বা পরে যেকোন বয়সে সম্পর্কের পূর্নতৃপ্তি
সুপারস্পেশালিটি আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ক্লিনিক
আর্যবেদা হেল্থকেয়ার
শিলিগুড়ি বিধান রোড, ডলি ইন হোটেলের পাশে
0353-2432621, 9733338839

উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের MDডাক্তার দ্বারা World Classচিকিৎসা করা হয় একমাত্র জার্মান হোমিও ক্লিনিকে
নামের নকল হতে সাবধান জার্মান হোমিও ক্লিনিক একমাত্র শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়ে, অন্য কোথাও নয়
সঠিক, দীর্ঘস্থায়ী, ১০০% গ্যারান্টী চিকিৎসা
সেক্স সমস্যা? সহবাসে অক্ষমতা • শীঘ্রপতন • লিঙ্গশিথীলতা
যে কোন স্টোন সমস্যা? স্বপ্নদোষ • শুক্রানু শূন্যতা • বন্ধ্যাত্ব • ক্ষুদ্র লিঙ্গ
এছাড়া পেটের রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্বল ও গ্যাস, পুরাতন রোগ, আমাশয় ডায়াবেটিস, গাঁঠের ব্যথা, অর্শ, ... ১০০ % সুচিকিৎসা
জার্মান হোমিও ক্লিনিকের হোমিও চিকিৎসায় রোগকে গোড়া থেকে বিনাশ করে, যার কোন সাইড এফেক্ট নেই।
জার্মান হোমিও ক্লিনিক শিলিগুড়িঃ পানিট্যাঙ্কি মোড়
HDFC ব্যাঙ্কের বিপরীতে, (গ্রাউন্ড ফ্লোর) 9775805065, 9800735975

উত্তরবঙ্গে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদিক এবং হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র দেজ হারবাল
বিশ্ব-প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক ঔষধ দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। একমাত্র দেজ হারবালে
সহবাসে অক্ষমতা • শীঘ্রপতন লিঙ্গশিথীলতা • স্বপ্নদোষ • শুক্রানু শূন্যতা • বন্ধ্যাত্ব • পেটের রোগ, বাত হাঁপানি, চর্মরোগ ও অন্যান্যরোগ
বিশ্বের ১ নম্বর Foreign এয়ারকন্ডিশনার লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র
এই যন্ত্র লিঙ্গকে করে তোলে ৮" - ৯" লম্বা-মোটা, দৃঢ় এবং ৩০-৪০ মিনিট সেক্স টাইম বৃদ্ধির উপযোগী। * লিঙ্গ বর্ধক তেল ফ্রি
কোন সাইড এফেক্ট নেই ১০০% গ্যারান্টী
বিনা অপারেশন K.S পদ্ধতি দ্বারা পাইলস্ (অর্শ) ১০০% সুফল চিকিৎসা
১০০% গ্যারান্টি
মাত্র 500/-, 800/-
*Condition Apply
দেজ হারবাল - শিলিগুড়ি • পানিট্যাঙ্কি মোড় HDFC ব্যাঙ্কের বিপরীতে (দোতলা) 9933545917, 0353-2522462 www.deysherbal.in
ISO 9001-2008 Certified Clinic

সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না
ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু
এখন আপনাদের শহর কোচবিহারে
১৪ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত
নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অনান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সহ যে কোনো যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
স্থান : আত্রেয় আয়ুর্বেদ
তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার
98324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

আন্তর্জাতিক মানের হোমিও চিকিৎসা জার্মান হোমিও - কোচবিহারে
সহবাসে অক্ষমতা, লিঙ্গ শিথিলতা, শীঘ্রপতন, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গ ছোট, শুক্রানু হীনতা
বন্ধ্যাত্ব • বক্ষ সৌন্দর্য্য • সাদা শ্রাব • গ্যাস্ট্রিক হাঁপানি • চুলপড়া • ডায়াবেটিস • কিডনি • বাত মেদরোগ • পাইলস • ফিসচুলা • চর্মরোগ • স্বপ্নদোষ সহ জটিল এবং কঠিন রোগের ১০০% পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত হোমিও চিকিৎসা করা হয়
জার্মান হোমিও
কোচবিহার কেশব রোড, (ম্যাক্সি ট্যাক্সি মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে), চক্রবর্তী হোটেলের পাশে
9593392416
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন
সঠীক নাম এবং সাইনবোর্ড দেখে আসুন